বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

118

জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি

জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি ও একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। বগুড়ার জনাব আবদুল মন্নান সরকারের 'বহুভাষী সাঁটলিপি' আবিষ্কারের পূর্বে আরও দু জন দফতর বিজ্ঞানী সাঁটলিপি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলো ছিল শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষার ওপর রচিত। একই প্রতীক চিহ্নে বাংলা, ইংরেজী আরবী সাঁটলিপি তৈরি হওয়াতে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে এখন এটি সমাদৃত হচ্ছে। বৃটিশ নাগরিক মিঃ পিটম্যানের 'পিটম্যান' ও আমেরিকান নাগরিক মিঃ গ্রেগের 'গ্রেগ' সাঁটলিপির আঁচড়গুলো ছিল আরবী বর্ণমালার মত। কিন্তু 'বহুভাষী সাঁটলিপি' আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত আরবী ভাষায় সাঁটলিপি আবিষ্কার হয়নি। জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপির তৃতীয় খণ্ডটির (আরবী) চাহিদা মধ্যপ্রাচ্যে দিন দিন বাড়ছে এবং সে সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসছে আমাদের দেশের সুনাম ও বৈদেশিক মুদ্রা।

বহুভাষী সাঁটলিপি ইংরেজীতে স্বরবর্ণ ছাড়াও লিখা যায় এবং বাংলায় া, ি, ে, ী, উ ও য় অ আ বাদ দিয়ে লিখা সম্ভব। তা লিখতে নির্দিষ্টভাবে যে লাইন টানা নোট বুকই ব্যবহার করতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়মও নেই। গবেষণামূলক এই সাঁটলিপি যেকোন মাধ্যমে লিখা যায় অতি সহজে। শব্দের ১ম স্থান, ২য় স্থান, ৩য় স্থা, লাইনের উপরে নীচে, মধ্যে, হালকা ফোটা, মোটা ফোটা ইত্যাদিরও দরকার হয় না। আশার কথা যে এই সাঁটলিপিটি এখন পুরোপুরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে পড়ানোর জন্য সিলেবাসভুক্ত হয়েছে এবং ঢাকার প্রায় ১৫টি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাও স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ

৮-এর কঃ দ্রঃ

৮-এর কঃ পর

নিয়ে এটি চালু করেছেন। গত দুই বৎসর থেকে অক্সফোর্ড ট্রেনিং সেন্টারে বহুভাষী সাঁটলিপি চালু করার ফলে উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে এবং খুব অল্প সময়ে বিভিন্ন অফিস-আদালতে চাকরির ইন্টারভিউ-এও এই শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করেছে।

অতএব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, প্রতি বছর বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বই আমদানী না করে দেশে আবিষ্কৃত প্রযুক্তির অধিক পরিমাণে প্রচলন ঘটিয়ে দেশের ছাত্রছাত্রীদের সীমিত মেধা ও জাতীয় অর্থের অপচয় রোধ করুন।

মোঃ আজিজুর রহমান,
পরিচালক,
অক্সফোর্ড ট্রেনিং সেন্টার
শান্তিনগর চৌরাস্তা, ঢাকা।

একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থানান্তর

সিরাজগঞ্জ জেলার মেছড়া ইউনিয়নের খাড়ুয়া-জয়কৃষ্ণ পাড়া গ্রামে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন শহীদ আহসান হাবীব উচ্চ বিদ্যালয়টি স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে এলাকায় শিক্ষার আলো বিতরণ করে আসছে। প্রতি বছর এই স্কুলটি প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় সুশিক্ষার চাহিদা মিটাতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। এবং এই সাথে একজন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নামও স্মরণীয় করে রাখছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, গত বৎসরের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং যমুনা নদীর করাল গ্রাসে উক্ত খাড়ুয়া-জয়কৃষ্ণপাড়া গ্রামসহ এলাকাটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তাই স্কুলটিকে অস্থায়ীভাবে ওয়াপদা বাঁধের উপর স্থানান্তর করা হয়েছে। এ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি স্কুলটি পার্শ্ববর্তী এলাকা শিমলা দুম্বারপাড়া ও পারশিমলার মাঝে ত্রিমুখী রাস্তার সংযোগ স্থলে একটি উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে স্কুলটির পশ্চাদ ভূমি অনেক প্রসারিত হবে এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামও অম্লান হয়ে থাকবে।

—হাফিজ রহমান,
শিমলা ভার্টিপয়ারা, সিরাজগঞ্জ

গবাদি পশুর খামার

পশু সম্পদ অধিদফতরের অধীনে বর্তমানে দেশে মোট ৫টি